আনিবে, কিন্তু চাউল না আনলেই চলিবে না"। সেই ভৃত্যটী যদি বাজার হইতে সকল জিনিষই আনে কিন্তু চাউল না নিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার অন্য সকল-জিনিষ আনাই যেমন বৃথা হইয়া যায়, তেমনি ভবের হাটে আসিয়া প্রভু-স্থানীয় বেদের সমশ্চ আদেশ প্রতিপালন করিয়া যদি মুখ্য আদেশ ভগবানে ভক্তি না করে, তাহা হইলে বেদের সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করাটী কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র তাহার প্রতি কখনও প্রসন্ন হইতে পারেন না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৫ ॥

ঈক্ষা—আত্মবিদ্যা। তদেতৎ সর্ব্বং নিগমস্যার্থ জাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্যামিণঃ পরমস্য পুংসস্তস্মৈ স্বাত্মার্পণসাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে সত্যফলত্বাৎ ॥ ৭ ॥ ৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুর বালকান্ ॥ ৪—৫৫ ॥

ঈক্ষা—আত্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান। সেই পূর্ব্বোক্ত সকলবেদের উপদেশসমূহ নিজহিতকারীবান্ধব অন্তর্য্যামী, সে পরমপুরুষ। তাঁহার অর্থাৎ তাহাকে নিজ আত্মসমর্পণরূপ ফলের সাধন যদি হয়, তাহা হইলে সত্য বলিয়া মনে করি। যেহেতু ঐ নিখিল সাধনের ভগবানে আত্মসমর্পণ ফলটীই পারমার্থিক সত্য। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ বিনা যে কিছু ফল, সকলই অপারমার্থিকতা জন্য অসত্য। ৭।৫।২৬ শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অগ্রে চ—ভত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথাযৈরঞ্জ সারতিঃ ॥ ৫৬ ॥

৭।৭।২৯ শ্লোকেও শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে বলিবেন—হে বালকগণ! পূর্ব্ববর্ণিত উপায়-সহস্রের মধ্যেও ভগবান্ শ্রীদেবর্ষি নারদ আমাকে এই উপায় বলিয়াছেন—যে সকল ভজনে ঈশ্বর শ্রীভগবানে অক্লেশে যথাযোগ্য রতির উদয় হয়, সেই সকল ভজনই কর্ম্মবীজ পরিহারের মুখ্য উপায়। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৬ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তে ত্রিগুণাত্মকর্ম্মণাং বীজনির্হরণেঽপি উপায়সহস্রাণাং মধ্যে অয়মেব উপায়ঃ ভগবতা শ্রীনারদেন মাং প্রত্যুপদিষ্টঃ। যৈরুপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাদ্ যদ্ যস্মাতুপায়াৎ যথা যথাবৎ ঈশ্বরে ভগবতি অঞ্জসা ব্যবধানানন্তরং বিনৈব রতিঃ প্রীতির্ভবতি। অতঃ কর্ম্মবীজ-নির্হরণমপি তস্যানুসঙ্গিকমেব কলমিতি ভাবঃ। অগ্রে চ গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা ইত্যাদির্ভিস্তস্যৈবোপায়স্যাঙ্গান্যুক্ত্বাহ—

এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তেভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভতেরতিম্ ॥ ৫৭ ॥

তত্র—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক কর্ম্মসমূহের বীজ-